মুফতি মুহাম্মাদ ইবনু আদাম কাওসারি

দাম্পত্য রসায়ন

দাম্পত্য রসায়ন

মুফতি মুহাম্মাদ ইবনু আদাম কাওসারি

অনুবাদক

আব্দুল আজিজ মাহবুব এনামী

কালান্তর প্রকাশনী

প্রকাশকাল : একুশে বইমেলা ২০২৩

©: প্রকাশক

মূল্য : ৳ ২৫০, US $ 13, UK £ 10

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96950-2-8

Dampotto Rosayon
by **Muhammad Ibn Adam Kawthari**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
fb.com/kalantorprokashonisyl
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

দেহ-জগতে জেগে ওঠা মানবমনের কামনা-বাসনা, স্বপ্ন-সাধনা, প্রেম-ভালোবাসা যখন একাকিত্বের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়, প্রকৃতির অপ্রতিরোধ্য অভিপ্রায়ের সামনে অসহায় হয়ে পড়ে; অতিক্রম করতে চায় অন্য দেহের সীমান্ত, তখন বিয়ে নামক এক ঐশ্বরিক আশীর্বাদে সমাজ দুটি বিপরীত লিঙ্গের স্বাধীন সত্তাকে একই মানচিত্রে এনে দাঁড় করায়।

বিয়ের আগে মনের আবেগে যে রোমান্টিক প্রেমের স্বপ্ন উঁকি দেয়, তা শুধু রঙিন স্বপ্ন। তবে ওসব রঙিন স্বপ্ন বাস্তবতার নিরিখে খুব কমই প্রতিফলিত হয়। তাই দাম্পত্যজীবন সুখময় করতে হলে স্বামী-স্ত্রীর একজন অপরজনের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। আদর-সোহাগ আর ভালোবাসার চাদরে নিজেদের জড়িয়ে রাখতে হবে। নাহয় দুনিয়ায় থেকেও ভুগতে হবে নারকীয় যন্ত্রণায়। সুতরাং মানবজীবনে জান্নাতি সুখ পেতে হলে সুখী দাম্পত্যজীবনের বিকল্প নেই।

আমাদের অনেকে দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ করলেও স্বামী-স্ত্রীর একান্ত ও গুরুত্বপূর্ণ শরয়ি যে অনেক বিধান রয়েছে, সে সম্পর্কে জানেন না বা জানার আগ্রহ থাকলেও চক্ষুলজ্জার ভয়ে কারও কাছে জানতে চান না। ফলে দাম্পত্যজীবনে শুরু হয় নানা বিবাদ-বিসংবাদ। এমনকি তা বিচ্ছেদেও নিয়ে যায় অনেক সময়। তা ছাড়া শরয়ি বিষয়গুলো না জানার কারণে অবিরত গুনাহের সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকেন দম্পতি। এসব গুরুত্ব বিবেচনায় দাম্পত্যজীবনের শরয়ি নানা দিক নিয়ে চমৎকার বর্ণনাভঙ্গিতে সবিস্তর আলোচনাসমৃদ্ধ একটি গ্রন্থের বেশ প্রয়োজন ছিল। ইনশাআল্লাহ বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি সেই প্রয়োজন পূরণে সহায়ক হবে।

কালান্তর প্রকাশনী সাধারণত ইতিহাস ও গবেষণাধর্মী বিষয় নিয়ে কাজ করে। তবে বছর দুয়েক আগে *বিয়ে ও ডিভোর্স* নামে গবেষণাধর্মী একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে, যা পাঠকসমাজে ব্যাপক সমাদৃত হয়। এবার আমরা দাম্পত্যজীবনের নানা দিক নিয়ে রচিত মুফতি মুহাম্মাদ ইবনু আদাম আল কাওসারির *Islamic Guide To Sexual Relations* গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশ করছি।

দাম্পত্যজীবন নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী চমৎকার এই গ্রন্থটি পাঠকদের; বিশেষত দম্পতিদের জন্য উত্তম একটি দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজে আসবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর শিক্ষা অনুযায়ী যৌনজীবন সম্পর্কে তাদের অবগত করাবে অনেক কিছু।

তরুণ লেখক-অনুবাদক আব্দুল আজিজ মাহবুব এনামী অত্যন্ত মুনশিয়ানার সঙ্গে গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন। এ ছাড়া প্রাথমিক প্রুফ দেখেছেন কাজী সফওয়ান আহমদ, ভাষা ও বানান সম্পাদনা করেছেন ইলিয়াস মশহুদ ও মুতিউল মুরসালিন। আমি নিজেও গ্রন্থটি আগাগোড়া পড়েছি। আল্লাহ তাআলা লেখক, অনুবাদকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টা কবুল করুন।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী
২৯ জানুয়ারি ২০২৩

অনুবাদের পেছনের গল্প ও দুটি কথা

শুরুর গল্প : ইকবাল ভাই একজন নেককার মানুষ। তাফসির পড়তে সিলেটের দর্জিবন্দ থেকে খাসদবির আসতেন দাদাভাইয়ের কাছে। আমি তখন আলিম দ্বিতীয় বর্ষে পড়ি। ইকবাল ভাই যখন দাওরায়ে হাদিস পাশ করেন; দাদাভাই তখন ইফতা পড়েন। ইকবাল ভাইয়ের সঙ্গে আমিও তাফসিরের দারসে বসতাম। এখান থেকেই আমাদের বন্ধুত্ব। বস্তুত একজন নেককার মানুষের কাছে সবাই বন্ধু হয়ে উঠবে, এটাই স্বাভাবিক। আমি ভালো আরবি জানতাম না বলে তিনি আমাকে 'জাহিলে মুরাক্কাব' ডাকতেন। পরে নিজ উদ্যোগে আমাকে আরবি পড়াতে লাগলেন।

বরাবরের মতো একদিন নিয়ে এলেন এএফসির চিকেন বার্গার। দাদাভাই তখন অক্টোপাস খাওয়ার বিধান নিয়ে ফাতওয়া লিখছিলেন। খেতে খেতে জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা, এটার নাম তো কেএফসি জানতাম, প্যাকেটের গায়ে এএফসি লেখা কেন? আর কেএফসির এলাবোরেশনটা কী?' ইকবাল ভাই জবাব দেন, 'কেএফসি মানে ক্যান্টাকি ফ্রাইড চিকেন। এএফসির মানেটা আমার জানা নেই।' আমি চট করে বলে দিই, 'আম্বরখানা ফ্রাইড চিকেন!' তিনি বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি জানো কীভাবে! যাও নাকি ওখানে?' ইকবাল ভাইয়ের বিস্ময়ের কারণ, তাঁর ধারণা ছিল আমার ইংরেজি-দক্ষতা আরবির মতোই। আমি বলি, 'হ্যাঁ, মাঝেমধ্যে যাই।' পরে বলি, 'আপনি আজ আমাদের সঙ্গে খাবেন না?' ইকবাল ভাই চোস্ত ইংরেজিতে জবাব দেন, 'I have had before you had.'

পরদিন দাদাভাই ও আমাকে ডিনার করাতে এএফসিতে নিয়ে যান ইকবাল ভাই। রেস্টুরেন্টে প্রবেশের আগে আমাকে মুতাকাল্লিম বানিয়ে দেন। উদ্দেশ্য হলো বাজিয়ে দেখা—ওয়েটার ম্যানেজারের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলতে পারি কি না। খাবার অর্ডার করে টেবিলে বসে আছি। কথা উঠল ইংরেজি গ্রামার নিয়ে। আমি ভাবিনি, ইকবাল ভাই শুধু S-এর ব্যবহার নিয়ে এতগুলো প্রশ্ন করবেন। সব শেষে বলেন, 'I seems you are good in English.' এই বাক্যের বক্তা তথা আমি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার নই, তবু এখানে মূল ভার্ব seem-এর সঙ্গে S কেন যুক্ত হলো? ইকবাল ভাইয়ের প্রশ্নে আমি পুরোপুরি কনফিউজড! বাক্যটা তো এমন হওয়ার কথা

না। তাই যেমন হওয়ার কথা ছিল তেমনই উত্তর দিই—I seem it would be 'It' instead of 'I'. Then the sentence will be like 'It seems that you are good at English.' Because whenever you use 'seem' or 'seems' it should be judged by...

টেবিলে খাবার চলে আসায় উত্তরটা অসমাপ্ত রয়ে যায়। ডিনার শেষে দাদাভাই টেবিলে একটা স্পাইরাল কপি রাখেন। নীল কাভারের ভেতর দেখতে পাই একটি বইয়ের শিরোনাম *Islamic Guide To Sexual Relations By Mufti Muhammad Ibn Adam Al-Kawthari.*

দাদাভাই ইকবাল ভাইকে বলেন, 'ভূমিকা অংশ থেকে তাকে কিছু অনুবাদ করতে বলো; আর দেখো তার অনুবাদের মান কেমন।' আমি বইয়ের শিরোনাম দেখেই ইতস্ততবোধ করি। অনুবাদ করে শোনাতে বললে মাথা নিচু করে দিই। মনে হলো বাজিয়ে দেখতে গিয়ে আজ বারোটাই বাজিয়ে ছাড়বে আমার। দাদাভাই তখন আমাকে উৎসাহ দিয়ে ইতিবাচক হতে শেখান এবং প্রথম স্ন্যাপে বর্ণিত শাড়ি-ব্লাউজের গল্পটা অন্য ধাঁচে বর্ণনা করেন।

আল্লাহর শুকরিয়া, সেদিন আমার অনুবাদ মানোত্তীর্ণ হলে বইটির নির্বাচিত অধ্যায়ের কিছু অংশ দাদাভাইয়ের ফাতওয়া-সংকলনে জায়গা পায়।

শেষের গল্প : আমার বাবা ছাত্র অবস্থায় আমার মাকে বিয়ে করেন এবং আমার দাদাভাইকেও ছাত্র অবস্থায় ১৭ বছর বয়সেই বিয়ে দেন। এই ধারাবাহিকতায় আমাকেও মাত্র ১৬ বছর বয়সেই বিয়ে করানোর চেষ্টা চালালে অসংগত কারণে সেবারের মতো আমার দীনের অর্ধেক পুরো করা হয়নি। করোনাকালে তা পুরো করা জরুরি হয়ে দাঁড়ালে দাম্পত্যজীবন নিয়ে একটু জানতে হলো। পারিবারিক লাইব্রেরি ঘেঁটে ২৫-৩০টির মতো বিয়ের স্মারকগ্রন্থ পড়ি। দাম্পত্যজীবন নিয়ে বাংলা ভাষায় রচিত ও অনূদিত ২০টিরও অধিক বই পড়ে সেখানে বিয়ে-পরবর্তী যৌনজীবন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা না পেয়ে শায়খ মুফতি মুহাম্মাদ ইবনু আদাম কাওসারির বইটির অনুবাদের কাজে পুনরায় হাত দিই।

২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে অনুবাদের কাজ শুরু হলেও ২০১৭-তে এসে আলিম পরীক্ষার জন্য তা স্থগিত হয়ে যায়। এরপর চলে আসে ভার্সিটি এডমিশন টেস্ট। তা ছাড়া তখন বইটি অনুবাদ বা প্রকাশের উদ্দেশ্যও ছিল না। তবে পুরোপুরি অনুবাদ করতে দাদাভাই কয়েকবারই তাগাদা দেন। শেষমেশ নিজের প্রয়োজন এবং বাঙালি মুসলিম ভাইবোনদের বৈবাহিক যৌনজীবন সম্পর্কে ইসলামি নির্দেশনার বিস্তৃত একটি বিবরণ তুলে ধরতে ফেসবুকে পোস্টকৃত এবং দাদাভাইয়ের ফাতওয়া সংকলনে স্থান পাওয়া অনুবাদগুলো একত্রিত করে বাকিটুকুর অনুবাদ শুরু করি। মহান আল্লাহর ইচ্ছায় ২০২০ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে যার পরিসমাপ্তি ঘটে। আলহামদুলিল্লাহ।

বাকি দুটো কথার প্রথম কথা : আল্লাহ তাআলা আমাদের পিতা আদম আ.-এর পাঁজর থেকে মা হাওয়া আ.-কে তৈরি করে বলেন, لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا—'যেন সে তার কাছে প্রশান্তি পায়।' [সুরা আরাফ : ১৮৯] এ রকম একটি প্রশান্তি ছিনিয়ে নিতেই কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল হাবিল-কাবিলের মধ্যে। এই প্রশান্তি লাভের জন্যই আল্লাহ তাআলা আদেশ করেন,

﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

> তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস-দাসীদের বিয়ে দাও। তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করবেন। আল্লাহ তাআলা প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী। [সুরা নুর : ৩২]

রাসুল ﷺ বলেছেন, 'বিয়ে করা আমার সুন্নাহ। যে আমার সুন্নাহ পালন করে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।'[১] আর 'যে বিয়ে করল, সে তার দীনের অর্ধেক পূরণ করল।'[২] এতে দীনের বাকি অর্ধেক পূরণ না হলেও আমি মনে করি, বিয়ে ব্যক্তির সত্তাকে পূর্ণ করে। নিজের অস্তিত্বকে ফিরিয়ে আনে সংসার নামক জান্নাতের একটি ছোট্ট ঘরের ঘরনির কাছে। যেখানে 'তুমি মানে আমি আর আমি মানে তুমি।' হয়তো এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾

> তারা তোমাদের পোশাকস্বরূপ আর তোমরা তাদের পোশাকস্বরূপ। [সুরা বাকারা : ১৮৭]

এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে সুশীলসমাজের অভিভাবকদের কাছে আমার প্রশ্ন—বয়স হওয়ার পরও পোশাক (স্ত্রী) ছাড়া আর কত দিন আমাদের এভাবে উলঙ্গ রাখতে চান?

আরব্য-সাহিত্যিক মুসতাফা লুতফি আল মানফালুতি বলেন, 'কুরআনের ভাষ্যমতে যদিও পুরুষেরা নারীর দায়িত্ব ও কর্তৃত্বশীল; কিন্তু পুরুষের ভূমিষ্ঠের পর জন্মকান্না থেকে শুরু করে প্রাণ নির্গত হওয়ার বিলাপ পর্যন্ত নারী হচ্ছে তার খুঁটি, যাবতীয় বিষয়াদির কাঠামো ও জীবনের নিবিড় রহস্য।'[৩]

যারা প্রাপ্ত-অপ্রাপ্ত বয়সে এই নিবিড় রহস্যের চাদরে নিজেকে আবৃত করেছেন বা করার চেষ্টা করছেন, তাদের প্রতি এই অনুবাদগ্রন্থ *দাম্পত্য রসায়ন* আমার তুহফা।

---

[১] *ইবনু মাজা* : ১৮৪৬।

[২] *সাহিহ জামিউস সাগির* : ৬১৪।

[৩] *আন নাজরাত* : ৩/১১৮; *ইহতিরামুল মারআহ*।

শেষকথা : আল্লাহর জমিনে অশ্রুসিক্ত কপাল ঠেকিয়ে হৃদয়ভরা প্রেম দিয়ে তাঁর শুকরিয়া জানাই—আলহামদুলিল্লাহ। তাঁর প্রেরিত রাসুল বিশ্বমানবতার পথপ্রদর্শক মহানবি হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি দুরুদ ও সালাম। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার মা-বাবার প্রতি, যাঁদের উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং ছোটবেলা থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ আচার-আচরণের ফলে সংবেদনশীল বিষয়েও মাসআলা-মাসায়িল জানতে বা আমাদের শিক্ষা দিতে লজ্জার সম্মুখীন হতে হয়নি। বস্তুত এ শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা।

এরপর শ্রদ্ধেয় দাদাভাই মুফতি আব্দুল কাদির মাসুমের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও ঋণ স্বীকার করছি বইটির পেছনে তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করে ভুলত্রুটিগুলো সংশোধনের জন্য। বইটির লেখক শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আদাম, প্রকাশক আবুল কালাম আজাদ ভাইসহ বইটির কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পাঠকের কাছে অনুরোধ, অনুবাদে কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে সেটা যেন মুমিনের আয়নায় আমাকে প্রদর্শন করেন।

মাআসসালাম

আব্দুল আজিজ মাহবুব এনামী

ফেব্রুয়ারি ২০২৩

সূচিপত্র

লেখকের কথা # ১৪

মুখবন্ধ # ১৭

ভূমিকা # ১৯

প্রথম অধ্যায়

যৌনসম্পর্ক ও এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য # ২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার হিসেবে যৌনতা # ৩০

এক : যৌনসম্পর্কে স্বামীর অধিকার ৩২
দুই : যৌনসম্পর্কে স্ত্রীর অধিকার ৩৪

তৃতীয় অধ্যায়

বাসররাতের আদব ও মাসায়িল # ৪২

এক : সালাম-কালামপূর্বক অভিবাদন ও দুআ পাঠ ৪২
দুই : সালাত আদায় ৪৪
তিন : আলাপচারিতা ৪৪
চার : যৌনসম্পর্ক ৪৫
পাঁচ : খারাপ সন্দেহ ৪৫

চতুর্থ অধ্যায়

যৌনসম্পর্ক : কতবার # ৪৭

পঞ্চম অধ্যায়

যৌনসম্পর্কের জন্য সময় নির্ধারণ # ৫০

এক : পছন্দনীয় সময় ৫১
দুই : অপছন্দনীয় সময় ৫২
তিন : গর্ভাবস্থা ও দুগ্ধদানকালীন সহবাস ৫২
চার : হায়িজ-নিফাস চলাকালে যৌনসম্পর্ক ৫৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

সঙ্গমপ্রস্তুতি # ৫৯

এক : স্ত্রীর প্রস্তুতি ৬০
দুই : স্বামীর প্রস্তুতি ৬৯
তিন : হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ ও মোহাবিষ্টকরণ ৭৭

সপ্তম অধ্যায়

ফোরপ্লে তথা শৃঙ্গার # ৮১

এক : নর-নারীর সম্ভোগমূলক রস ৮১
দুই : শৃঙ্গারের গুরুত্ব ৮১
তিন : শৃঙ্গারের সামসময়িক অন্যান্য রূপ ৯৩

অষ্টম অধ্যায়

প্রকৃত সঙ্গম # ১০২

এক : গোপনীয়তা রক্ষা ১০২
দুই : কুরআন ঢেকে নেওয়া ১০৭
তিন : দুআ পড়া ১০৭
চার : কিবলার দিকে মুখ না করা ১০৮
পাঁচ : সঙ্গমের সময় কথা বলা ১০৯
ছয় : সঙ্গমে স্বামী-স্ত্রীর শারীরিক অবস্থান ১০৯
সাত : সহবাসে নির্দিষ্ট কিছু অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থের বর্ণনা ১১২
আট : বীর্যপাত বিলম্ব করতে স্বামীর জন্য অনুসরণীয় কিছু বিষয় ১১৯
নয় : বীর্যস্খলনের সময় দুআ পাঠ ১১৯

নবম অধ্যায়

যৌনতার অন্যান্য রূপ # ১২০

এক	: পায়ুপথে সঙ্গম	১২০
দুই	: ওরাল সেক্স তথা মুখমৈথুন	১২২
তিন	: স্ত্রীর সঙ্গে ফোন-সেক্স	১২৪

দশম অধ্যায়

সঙ্গমের পর # ১২৫

এক	: অনুরাগী হওয়া	১২৫
দুই	: পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পরিশুদ্ধতা	১২৫
তিন	: পেশাব করা	১২৭
চার	: ফরজ গোসল	১২৭
পাঁচ	: জুনুবি অবস্থায় ঘুমানো	১৩০
ছয়	: অত্যধিক সহবাস	১৩৩
সাত	: সঙ্গমের গোপনীয়তা	১৩৫

পরিশিষ্ট

যৌনসম্পর্কিত আদবকায়দা ও নিয়মনীতির সারসংক্ষেপ # ১৩৭

এক	: সহবাসে মুসতাহাব বিষয়	১৩৭
দুই	: সহবাসে হারাম ও মাকরুহ বিষয়	১৩৮

পরিসমাপ্তি # ১৩৯

গ্রন্থপঞ্জি # ১৪০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

লেখকের কথা

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি। সকল প্রশংসা বিশ্বজাহানের অধিপতি আল্লাহর জন্য। তাঁর রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর বর্ষিত হোক শান্তি ও রহমত—তাঁর পরিবার-পরিজন, সঙ্গীসাথি এবং তাঁদেরও প্রতি, যাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।

গত পাঁচ বছর ধরে ব্যক্তিগতভাবে অনেকে জানতে চেয়েছেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার অন্তরঙ্গ যৌনসম্পর্কে ইসলামের বিধিবিধান কী? সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ইমেইলে ছদ্মনামে আত্মীয়স্বজনরা কোনো ধরনের লজ্জা বা সংকোচবোধ ছাড়াই খোলাখুলিভাবে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করে আসছেন। ফলে সেসব বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রশ্ন আমাকে নথিবদ্ধ করে রাখতে হয়, যা থেকে স্পষ্ট হয় যে, যৌনসম্পর্ক-সংক্রান্ত ইসলামি বিধিবিধান, আদবকায়দা নিয়ে অনেকেই অসচেতন। তাদের বৈবাহিক জীবনে ইসলামি অনুশাসন নিয়ে জানার আগ্রহ অনেক; কিন্তু তা সরাসরি একজন আলিমকে জিজ্ঞেস করতে বিব্রত অবস্থায় পড়তে হয়।

আমি অনুধাবন করি, এ বিষয়ে বিস্তর কাজ প্রয়োজন—যদি মুসলিমরা তাদের জীবনকে কুরআন-সুন্নাহর অনুশাসনে পরিচালনা করতে চায়। দাম্পত্যজীবনের তাৎপর্য ও মুখ্য প্রয়োজনে আমি সেসব প্রশ্ন, নোট, নথিবদ্ধ জিজ্ঞাসা, উদ্ধৃতি নিয়ে বিশদ ও বিস্তর কাজের প্রস্তুতি নিই। আলহামদুলিল্লাহ, যার ফলাফল এখন আপনার হাতে।

আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর শিক্ষা অনুযায়ী গ্রন্থটি দম্পতিদের যৌনজীবন সম্পর্কে তাদের পুরোপুরি অবগত করাবে। তাদের কাজকর্মসহ যৌনমিলনে পাবে জান্নাতি সুখ।

যৌনসম্পর্কের পেছনে মূল উদ্দেশ্য কী, দম্পতিরা কোন কোন বিষয় অনুমোদন করবে আর কোনগুলো এড়িয়ে যাবে, কীভাবে যৌনমিলনে প্রস্তুত হবে, সঙ্গমের পূর্বাপর ও মধ্যবর্তী সময়ে কী কী আদবকায়দা ও বিধিবিধান রয়েছে, বিয়ের প্রথম রাত বা বাসররাত কাটানোর আদর্শিক পন্থা কী, এসব প্রশ্নের জবাবে এই গ্রন্থ।

সংকলনে আরও থাকছে আধুনিককালের অনেক বিষয়। যেমন : দাসত্ববন্ধন, বেশান্তরণ, যৌন-পণ্যসামগ্রী সেক্সটয় ব্যবহার, পর্নোগ্রাফি তথা অশ্লীল ভিডিয়োচিত্র দেখা, ওরাল সেক্স, ফোনসেক্স ইত্যাদি বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা-কিয়াসের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা।

গ্রন্থটি শুরু হয়েছে শিরোনামের ওপর গুরুত্বপূর্ণ একটি রূপরেখার মধ্য দিয়ে। এরপর যৌন আচার-আচরণ এবং এর গভীরতম অনুসন্ধানী কিছু গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থটির সুবিধা হচ্ছে, উদ্ধৃতাংশে পুরো উদ্ধৃতির বর্ণনা, ভলিউমের উদ্ধৃতি, পৃষ্ঠাসহ হাদিস নম্বর উল্লেখ। একইভাবে যথাস্থানে প্রয়োজনীয় ধারণা ও মূল বিষয়ের ব্যাখ্যামূলক পাদটীকাও দেওয়া হয়েছে। পরিসমাপ্তি, শেষে একটি গ্রন্থতালিকা, ব্যবহৃত পরিভাষাগুলোর সূচিপত্রসহ কয়েকজন মনীষীর উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে গ্রন্থটির ইতি টানা হয়েছে।

কাজটি প্রস্তুত করতে সক্ষমতা ও শক্তিমত্তা দেওয়ায় মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। পিতা-মাতা, শিক্ষক, পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধবসহ সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। যদিও আমার জন্য ভালোবাসা, সমর্থন ও দুআ ছাড়া এ কাজে তাদের কোনো হাত ছিল না। আমি সন্দিহান ছিলাম, কাজটি সম্পন্ন করতে পারব কি না। আল্লাহ তাআলা তাদের পুরস্কৃত করুন।

দক্ষিণ আফ্রিকার ডার্বানের শায়খ মুফতি জুবায়ের বায়াতের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, যিনি ব্যস্ততা সত্ত্বেও পাণ্ডুলিপিটির পর্যালোচনা, গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীসহ দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে উত্তম বিনিময়, হায়াতে বরকত ও দুনিয়া-আখিরাতে কল্যাণ দান করুন।

এ ছাড়া তুরাস প্রকাশনীর ইয়াহইয়া ভাইয়ের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ, যিনি নিত্য অনুপ্রেরণা ও সমাধান এনেছেন আমার পদপ্রান্তে। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রচেষ্টা ও ইসলামি কাজ উন্নতকরণের মনোবাসনা কবুল করুন।

আরও স্মরণ করছি, যারা কোনো না কোনোভাবে কাজটিতে আমাকে সাহায্য করেছেন। এখানে তাঁদের নামের অনুপস্থিতি থাকলেও অবদান বাদ পড়েনি। তাঁদের পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর কাছে, যার পুরস্কারের কাছে মানুষের যেকোনো কৃতজ্ঞতাই তুচ্ছ। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۚ اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকারের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করো না। আল্লাহর কাছে যা আছে শুধু তা-ই তোমাদের জন্য উত্তম—যদি তোমরা জানতে। [সুরা নাহল : ৯৫]

স্বামী-স্ত্রীর যৌনসম্পর্কে উদ্‌বেগজনক বিষয়গুলোর পদ্ধতিগত ব্যাখ্যা ও সুস্পষ্টকরণে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। ভালো কিছু করে থাকলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে; আর ভুল কিছু করে থাকলে তা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে করেছি। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং পাঠকমহলের কাছে দুআর আবেদন, আল্লাহ যেন আমার ভুলত্রুটি ক্ষমা করেন। এই প্রয়াসকে শুধু তাঁরই উদ্দেশ্যে কবুল করেন।

মুহাম্মাদ ইবনু আদাম কাওসারি
দারুল ইফতা, লেইচস্টার, ইউকে
৭ মুহাররাম ১৪২৯
১৪ জানুয়ারি ২০০৮

মুখবন্ধ

লেখক মুফতি মুহাম্মাদ ইবনু আদাম হাফিজাহুল্লাহকে অভিনন্দন—সংবেদনশীল এই বিষয়ে অতি প্রয়োজনীয় কাজের জন্য। তিনি গ্রন্থটি রচনায় নির্ভুল গবেষণা ও উপস্থাপনা এবং যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

কয়েক বছর আগে এ বিষয়ে 'এটিকেইটস অফ সেক্সুয়াল রিলেশন্স' শিরোনামে ইংরেজি ভাষায় আমি সংক্ষিপ্ত একটি কাজ লিপিবদ্ধ করি, যার ডজনখানেক অনুলিপি এ যাবৎ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

এখন মুফতি মুহাম্মাদ এই বিষয়ে স্বচ্ছ, পরিষ্কার ও বিশদ কাজ সম্পন্ন করেছেন। এতে সামসময়িক জরুরি বিষয় ও বর্তমানের যৌনচর্চার ওপর ইসলামি অনুশাসনের প্রতিবেদন আনা হয়েছে। আমি গ্রন্থটি পর্যালোচনা করে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিয়েছি, যা লেখক বিনয়ের সঙ্গে উদার চিত্তে গ্রহণ করেছেন। আমি তাঁর এ কাজে অত্যন্ত উপকারী ও তথ্যবহুল আলোচনা পেয়েছি, দম্পতিমাত্রই যা পাঠ করা প্রয়োজন।

আল্লাহ তাঁর প্রয়াসকে সফলতার মুকুট দিয়ে সাদরে গ্রহণ করুন। তিনি যেন তাঁর মেধা ও সক্ষমতা উম্মাহর সেবায় নিয়োজিত রাখেন।

মুফতি জুবায়ের বায়াত
পরিচালক, দারুল ইহসান সেন্টার
ডার্বান, দক্ষিণ আফ্রিকা

ভূমিকা

ইসলাম মানবজীবনের বাঁকে বাঁকে পথনির্দেশনা দিয়েছে। এমনকি রাষ্ট্রীয় জীবনেও ইসলাম তার বর্ণালি অনুশাসনে এর আনুগত্যের জোর দিয়েছে—নৈতিক শিক্ষা, সামাজিক আচার-আচরণ, অর্থনৈতিক লেনদেন, একনিষ্ঠ ইবাদত-উপাসনাসহ মৌলিক বিশ্বাস। আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾

> হে ইমানদাররা, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।
> [সুরা বাকারা : ২০৮]

ইসলামি শরিয়তের ওপর ভাসা ভাসা জ্ঞানধারী একটা মহল খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করিয়ে বলে থাকে, ইসলাম শুধু ধর্মোপাসনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিয়ে, বিচ্ছেদ, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ অন্যান্য সামাজিক বিষয়ে এর কিছু বলার নেই; অথচ হাদিসের সংকলন, ইসলামি আইন বা ফিকহের সারগর্ভ কথাই ওইসব বিষয়ে উৎসর্গিত। যেমন : হানাফি মাজহাবের চার খণ্ডের বিখ্যাত গ্রন্থ *আল-হিদায়া*র প্রথম খণ্ডে আলোচনা হয়েছে ধর্মোপাসনা নিয়ে; আর বাকি তিন খণ্ডে ব্যবসা, বিয়ে, বিচ্ছেদ, মৃত্যুদণ্ড, খাদ্য, বিচার, উত্তরাধিকার-আইনসহ অন্যান্য সামাজিক বিষয়ের ওপর। এর আরও উৎকৃষ্ট উদাহরণ মেলে হাদিসের বিভিন্ন সংকলনে, যেখানে রাসুল ﷺ-এর অধিকাংশ কাজ এসব বিষয়ের ওপর বিদ্যমান; আর বাকিটা ইবাদতে।

এতে স্পষ্ট, একজন মুসলিম যে কিনা নিজেকে শুধু ইবাদতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে, সে কুরআন-হাদিস শিক্ষার বড় একটা অংশ বর্জন করে। অতএব, মুসলিমদের দায়িত্ব হলো ইসলামের বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষা নিয়ে তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুনিয়া-আখিরাতে পরম সুখ ও শান্তিময় সফল জীবন গড়া।

পূর্ণতার প্রতীক রাসুল ﷺ হলেন এর জ্বলন্ত উদাহরণ। তিনি দুনিয়া-আখিরাতের